أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/Y)

www.motaher21.net

وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

নিশ্চয় তাদের একদল জেনে-বুঝে সত্য গোপন করে থাকে।

Certainly a party of them conceal the truth while they know it

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৪৬

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَ اِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ

যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা এই স্থানটিকে (যাকে কিব্‌লাহ বানানো হয়েছে) এমনভাবে চেনে যেমন নিজেদের সন্তানদেরকে চেনে। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে একটি দল সত্যকে জেনে বুঝে গোপন করেছে।

১৪৭ নং আয়াত

الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

সত্য আপনার রব-এর কাছ থেকে পাঠানো। কাজেই আপনি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

১৪৬ ও ১৪৭ নং আয়াতের তাফসীর:

আল্লাহ তা ‘আলা বলছেন- আহলে কিতাবের একশ্রেণীর আলেম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা যে সত্য তেমনিভাবে জানত ও চিনত যেমন তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনত। এর পরেও মানত না। এখানে সন্তানকে চেনার সাথে তুলনা করার কারণ হল, পিতা-মাতাই সন্তানকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চেনে।

উমার (রাঃ) বলেন: আবদুল্লাহ বিন সালামকে বললাম: তোমার সন্তানের মত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে চেনো? তিনি বললেন: হ্যাঁ, বরং তার চেয়েও বেশি। (তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে এসে বলল: তাদের একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ব্যভিচার করেছে। নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন, প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা সম্পর্কে তাওরাতে কী বিধান পেয়েছো? তারা বলল: আমরা এদেরকে অপমানিত করব এবং বেত্রাঘাত করব। আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) বললেন: তোমরা মিথ্যা বলছো। তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপের বিধান রয়েছে। তারা তাওরাত নিয়ে এসে বের করল এবং প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা সম্পর্কীয় আয়াতের ওপর হাত রেখে তার আগে ও পরের আয়াতগুলো পাঠ করল। আবদুল্লাহ বিন সালাম বললেন, তোমার হাত সরাও। সে হাত সরাল। তখন দেখা গেল প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার আয়াত আছে। তখন ইয়াহূদীরা বলল: হে মুহাম্মাদ! তিনি সত্যই বলেছেন। (সহীহ বুখারী হা: ৩৬৩৫, মুসলিম হা: ১৩৯৯)

(اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّکَ)

‘সত্য তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে’ হে মুহাম্মাদ! যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি তা সত্য। অতএব তুমি এ বিষয়ে কোন সন্দেহে নিপতিত হয়ো না।

এটি আরবের একটি প্রচলিত প্রবাদ। যে জিনিসটিকে মানুষ নিশ্চিতভাবে জানে এবং যে সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ ও দ্বিধার অবকাশ থাকে না তাকে এভাবে বলা হয়ে থাকে যথাঃ সে এ জিনিসটিকে এমনভাবে

চেনে যেমন চেনে নিজের সন্তানদেরকে। অর্থাৎ নিজের ছেলে-মেয়েদেরকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে যেমন তার মধ্যে কোন প্রকার জড়তা ও সংশয়ের অবকাশ থাকে না, ঠিক তেমনি সব রকম সন্দেহের ঊর্ধ্বে উঠে নিশ্চতভাবেই সে এই জিনিসটিকে জানে ও চেনে। ইহুদি ও খৃস্টান আলেমরা ভালোভাবেই এ সত্যটি জানতো যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কা' বা নির্মাণ করেছিলেন এবং বিপরীত পক্ষে এর ১৩ শত বছর পরে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের হাতে বাইতুল মাকদিসের নির্মাণ কাজ শেষ হয় এবং তাঁর আমলে এটি কিব্‌লাহ হিসেবে গণ্য হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাপারে তাদের মধ্যে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

ইয়াহুদীরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমন সত্য জানতো, কিন্তু তারা গোপন রাখে

মহান আল্লাহ সংবাদ দিচ্ছেন যে, আহলে কিতাবের জ্ঞানী তথা পণ্ডিত শ্রেণির লোকদের রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক বর্ণিত কথাগুলোর সত্যতা সম্বন্ধে এমনই জ্ঞান রয়েছে যেমন জ্ঞান রয়েছে পিতা-ছেলেদের সম্বন্ধে। এটা একটা দৃষ্টান্ত ছিলো যা 'আরবের লোকেরা পূর্ণ বিশ্বাসের সময় বলতো। একটি হাদীসে রয়েছে যে, একজন লোকের সাথে ছোট একটি শিশু ছিলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ

ابنك هذا؟ "قال :نعم يا رسول الله، أشهد به .قال" :أما إنه لا يَجْنِي عليك ولا تجْنِي عليه"

'এটা কি তোমার ছেলে?' সে বলেঃ 'হ্যাঁ' হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনিও সাক্ষী থাকুন।' তিনি বলেনঃ 'সে তোমার অপরাধের শাস্তি বহন করবে না অনুরূপভাবে তার অপারাধের কারণে তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না।' (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদে আহমাদ ২/২২৬, সুনান আবূ দাউদ-৪/৪৪৯৫, ৪২০৮, সুনান নাসাঈ ৮/৪২৩/২৮৪৭, সুনান দারিমী-২/২৬০/২৩৮৮।

লোকটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে সাক্ষী থাকতে বললেন যার প্রেক্তিতে তিনি বললেন সে তোমার ওপর গোপন নেই এবং তুমিও তার ওপর গোপন নও। তবে বাস্তবতা হলো এ পরিচয় দিয়ে লাভ হবে না কেননা 'সে তোমার অপরাধের শাস্তি বহন করবে না অনুরূপভাবে তার অপরাধের কারণে তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না।')

ইমাম কুরতুবী (রহঃ)বলেন যে, 'উমার (রাঃ) ইয়াহুদীদের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত 'আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ আপনি কি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এমনই চিনেন, যেমন চিনেন আপনার সন্তানদের?' তিনি উত্তরে বলেনঃ 'হ্যাঁ' বরং তার চেয়েও বেশি চিনি। কেননা আকাশের বিশ্বস্ত ফিরিশতা পৃথিবীর একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ হোন এবং তিনি তাঁর সঠিক পরিচয় দিয়েছেন এবং আমিও তাঁকে চিনতে পেরেছি, যদিও তাঁর মায়ের ব্যাপারে আমার কিছুই জানা নেই। (তাফসীরে কুরতুবী ২/১৬৭, ১৬৮, তাফসীরে কাশ্‌শাফ ১/২০৪)

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন যে, ইয়াহুদীরা লোকদের কাছ থেকে সত্যকে গোপন করতো, যদিও তারা তাদের ধর্ম গ্রন্থের নবী সম্পর্কে জানতো। তারপর মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওf মুসলিমদেরকে সত্যের ওপর অটল ও স্থির থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তাদেরকেও সতর্ক করছেন যে, তারা যেন সত্যের ব্যাপারে মোটেই সন্দেহে পোষণ না করে।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৪৮

وَ لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

প্রত্যেকের জন্য একটি দিক আছে, সে দিকেই সে ফেরে। কাজেই তোমরা ভালোর দিকে এগিয়ে যাও। যেখানেই তোমরা থাকো না কেন আল্লাহ তোমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তাঁর ক্ষমতার বাইরে কিছুই নেই।

১৪৮ নং আয়াতের তাফসীর:

(وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا...)

“প্রত্যেকের জন্য এক একটি লক্ষ্যস্থল রয়েছে সেদিকেই সে মুখ ফেরায়। এর প্রথম অর্থ হল: প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের পছন্দমত কেবলা বানিয়ে নিয়েছে যে দিকে তারা মুখ করে থাকে। এর দ্বিতীয় অর্থ হল: প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পন্থা ও তরীকা বানিয়ে নিয়েছে। যেমন কুরআনে এসেছে:

(لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ط وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتَاكُمْ)

“আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছি একটি নির্দিষ্ট শরীয়ত ও একটি নির্দিষ্ট পথ। আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে অবশ্যই তিনি তোমাদের সবাইকে এক সম্প্রদায় করে দিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের যাচাই করতে চান যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার মাধ্যমে।” (সূরা মায়িদা ৫:৪৮)

আবূল আলিয়া (রহঃ) বলেন: ইয়াহূদীদের কেবলা রয়েছে যেদিকে ফিরে তারা ইবাদত করে। খ্রিস্টানদের কেবলা রয়েছে যেদিকে তারা অভিমুখী হয়। কিন্তু উম্মাতে মুহাম্মাদীকে আল্লাহ তা ‘আলা প্রকৃত কেবলার

হিদায়াত দিয়েছেন। অতএব হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! তোমরা কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী হও। (তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের সাফসীর)

(فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ)

‘অতএব তোমরা কল্যাণের দিকে ধাবিত হও’ অর্থাৎ সকল কল্যাণময় কাজে যেমন সালাত, যাকাত ও সদাকা ইত্যাদি কাজে দ্রুত অগ্রসর হও। তাই সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা উত্তম। হাদীসেও প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করার তাগীদ এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো কোন্ আমল উত্তম? জবাবে বলেন: প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করা। (সহীহ, তিরমিযী হা: ১৭০)

আল্লাহ তা ‘আলা সকলকে অবশ্যই কিয়ামাতের দিন একত্রিত করবেন। যদিও তোমাদের শরীর, হাড়, মাংস ইত্যাদি ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা ‘আলা সর্ববিষয়ে সক্ষম।

প্রথম বাক্য ও দ্বিতীয় বাক্যটির মাঝখানে একটু সূক্ষ্ম ফাঁক রয়েছে। শ্রোতা নিজে সামান্য একটু চিন্তা–ভাবনা করলে এই ফাঁক ভরে ফেলতে পারেন। ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যাকে নামায পড়তে হবে তাকে অবশ্যি কোন না কোন দিকে মুখ ফেরাতে হবে। কিন্তু যেদিকে মুখ ফেরানো হয় সেটা আসল জিনিস নয়, আসল জিনিস হচ্ছে সেই নেকী ও কল্যাণগুলো যেগুলো অর্জন করার জন্য নামায পড়া হয়। কাজেই দিক ও স্থানের বিতর্কে জড়িয়ে না পড়ে নেকী ও কল্যাণ অর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

প্রত্যেক জাতিরই কিবলাহ রয়েছে

আল ‘আওফী (রহঃ) ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ)থেকে বলেনঃ ‘এর ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেক জাতির এক একটি কিবলাহ রয়েছে, কিন্তু সত্য কিবলাহ এটাই যার ওপরে মুসলিমরা রয়েছে।’ (তাফসীর তাবারী ৩/১৯৩) আবুল ‘আলিয়া (রহঃ) বলেনঃ ইয়াহুদীদেরও কিবলাহ রয়েছে, খ্রিষ্টানদেরও রয়েছে এবং হে মুসলিমগণ! তোমাদেরও কিবলাহ রয়েছে কিন্তু হিদায়াত বিশিষ্ট কিবলাহ এটাই যার ওপরে মুসলিমরা রয়েছে।’ মুজাহিদ (রহঃ) ‘আতা (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), রাবী ‘ ইবনে আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও একই বর্ণনা করেছেন। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/১২১, ১২২)

মুজাহিদ (রহঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, যেসব সম্প্রদায়ের লোকেরা কা ‘বাকে কিবলাহ রূপে মেনে নিয়েছে, সাওয়াবের কাজে তারা অগ্রগামী।

উল্লিখিত আয়াতটি নিম্নের আয়াতের সাথে মিল রয়েছে, যেমনঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا١ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ١ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ﴿ جَمِيْعًا﴾

‘তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় জন্য আমি নির্দিষ্ট শারী ‘আত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম; আর যদি মহান আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের সকলকে একই উম্মাত করে দিতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি এ কারণে যে, যে ধর্ম তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন তাতে তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করবেন, সুতরাং তোমরা কল্যাণকর বিষয়সমূহের দিকে ধাবিত হও; তোমাদের সকলকে মহান আল্লাহ্‌রই সমীপে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।’ (৫ নং সূরা মায়িদাহ, আয়াত নং ৪৮) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ‘যেখানেই তোমরা অবস্থান করো। মহান আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন।’ অর্থাৎ হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের শরীর ছিন্ন ভিন্ন হলেও এবং তোমরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লেও মহান আল্লাহ তাঁর ব্যাপক ক্ষমতার বলে তোমাদের সকলকেই একদিন একত্রিত করবেন। কেননা মহান আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. প্রত্যেক জাতির কেবলা আছে। তবে আমরা মুসলিমরা সঠিক কেবলা প্রাপ্ত হয়েছি।

২. কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা ‘আলা সকলকে একত্রিত করবেন, অতএব তাঁর কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

৩. আল্লাহ তা ‘আলা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

৪. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্য নাবী, এটা ইয়াহূদীরা ভালভাবেই জানত, কিন্তু অহংকারবশত মেনে নেয়নি।

৫. প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করা উত্তম।